দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... FEB 4 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ২৮ ... কলাম ... ৩ ...

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ '৯৮ উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন

বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০০৫ সাল নাগাদ দেশ নিরক্ষরতা মুক্ত হবে

— প্রধানমন্ত্রী

বাসস ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার বিগত দু'বছরে একটি বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী স্কুলে যাবার বয়সের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

তিনি গতকাল (বুধবার) সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ এবং অতিরিক্ত সচিব সিরাজউদ্দীন আহমদও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্কুল ত্যাগী ছেলে-মেয়ের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় প্রাইমারী পর্যায় সমাপ্ত করা ছাত্র-ছাত্রীর হার বেড়ে ৬২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, স্বাক্ষরতার হারও বেড়ে ৪৭ থেকে ৬২ শতাংশ হয়েছে।

তিনি বলেন, সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে স্বাক্ষরতার হার বেড়ে ৮০ শতাংশে দাঁড়াবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০০৫ সাল নাগাদ দেশ নিরক্ষরতা মুক্ত হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

তিনি বলেন, দেশের চিকিৎসা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ চিকিৎসা কেন্দ্র আইপিজিএমআরকে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ক্যাম্পাসের হিংসাত্মক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা রেহাই পাবে না। তিনি বলেন. সরকার সন্ত্রাসী ও সমাজ বিরোধীদের গ্রেফতার করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে জনগণ শিক্ষাসহ সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করবে।

তিনি বলেন, তার সরকার জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার বিস্তার ছাড়া সার্বিক উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না। তিনি অবশ্য একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার আহবান জানান।

তিনি বলেন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জন স্বকর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য দূর করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রী পরে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে বিভিন্ন বিভাগে জাতীয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান লাভকারী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পদক বিতরণ করেন।

সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ক্লাস শিক্ষক, বয়েজ স্কাউট, গার্লস গাইড এবং তাদের শিক্ষকদেরও পদক দেয়া হয়।